লাদাখের ১০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীনের দখলে

বিতর্কিত লাদাখ সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলএসি) আশপাশে প্রায় ১ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখল করে নিয়েছে চীন। ভারতীয় একটি গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই তথ্য জানিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদপত্র দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি কেন্দ্রের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন গোয়েন্দারা। সেখানে বলা হয়েছে, লাদাখ সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর লাগাতার আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে চীন। এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে ফেলেছে কমিউনিস্ট দেশটি। গত এপ্রিল মাস থেকেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সৈন্য ও হাতিয়ার মজুত করা শুরু করেছে লালফৌজ। বিশেষ করে, দেপসাং প্লেন অঞ্চলে পেট্রোলিং পয়েন্ট ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত প্রায় ৯০০ বর্গ কিলোমিটার দখল করেছে চীন।

গালওয়ান উপত্যকায় ১২ ও হট স্প্রিং এলাকায় ১২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখল করেছে চীনা বাহিনী। শুধু তাই নয়, প্যাংগং লেক বরাবর ফিঙ্গার ১ থেকে ফিঙ্গার ৮ পর্যন্ত বরাবর টহল দিয়ে এসেছে ভারতীয় ফৌজ।

তবে চীনের দাবি, ফিঙ্গার ৮ থেকে ফিঙ্গার ৪ পর্যন্ত তাদের এলাকা। ফলে সংঘাত বাড়ছে দুই বাহিনীর মধ্যে। গত মে মাসে ওই এলাকায় আচমকাই ভারতীয় জওয়ানদের ওপর লাঠি ও পাথর নিয়ে হামলা চালিয়েছিল চীনা বাহিনী।

ওই ঘটনার পর থেকেই প্রচুর সেনা মোতায়েন করেছে লালফৌজ। শুধু তাই নয়, ফিঙ্গার ৪ থেকে আর ভারতীয় জওয়ানদের টহল দিতে দিচ্ছে না চীনারা। বর্তমানে ওই ফিঙ্গার ৪-ই কার্যত সীমান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে গত ২৯ আগস্ট ও ৩০ আগস্ট রাতে প্যাংগং লেকের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে ভারতের জমিতে ঢোকার চেষ্টা করে লালফৌজ। ফলে ওই এলাকার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এদিকে, সংঘাত থামাতে ওই ঘটনার পর চুশুল বর্ডার মিটিং পয়েন্টে ব্রিগেড কম্যান্ডার স্তরে বৈঠক হয় দুই দেশের।

চুয়াডাঙ্গায় সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি

সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের সময় শেষ হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে ধান-চালের দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা খাদ্যগুদামে ধান-চাল বিক্রি করেনি। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, সংগ্রহের সময় বাড়বে। নতুন ধান উঠেছে। আরো কিছু ধান-চাল কেনা হতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, জেলায় এ বছর পাঁচ হাজার ৩১০ টন ধান ও সাত হাজার ৬০৫ টন চাল কেনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ সময় নির্ধারণ ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা খাদ্য বিভাগ ধান কিনতে পেরেছে এক হাজার ২১০ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৩ ভাগ। এছাড়া চাল কিনতে পেরেছে তিন হাজার ২৬৪ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৩ ভাগ।

তিনি জানান, ক্রয় কার্যক্রম শুরুর আগে লটারির মাধ্যমে পাঁচ হাজার ৩১০ জন কৃষক নির্বাচিত করা হয়। প্রত্যেক কৃষক এক টন করে ধান দিতে পারবেন। সেই হিসেবে নির্ধারিত কৃষকদের কাছ থেকেই ধান কিনে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার কথা। কিন্তু খোলা বাজারে দাম বেশি থাকায় নির্ধারিত কৃষকরা খাদ্য বিভাগের কাছে ধান বিক্রি করেনি। একই অবস্থা হয়েছে চাল কেনার ক্ষেত্রেও।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের কৃষক মাসুম আলী জানান, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে খোলা বাজারে ধান ও চালের দাম বেশি। এজন্য কৃষকরা খাদ্য গুদামে ধান ও চাল বিক্রি করেনি।

মিল মালিকরা জানান, খাদ্য বিভাগের নির্ধারিত দামে চাল বিক্রি

করতে হলে মোটা অংকের লোকসান দিতে হবে। এজন্য মিল মালিকরা খাদ্য বিভাগে চাল দিতে পারেনি। আমরা কিছুটা দাম বাড়ানোর দাবি করেছিলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, আরো ১৫ দিন সময় বাড়বে। বর্ধিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে। আমাদের আশা কৃষক ভাল দাম পাক। সেই অবস্থায় হয়েছে। বাইরে বিক্রি করে কৃষক ভাল দাম পেয়েছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে। জেলায় খাদ্য সংকট হবে না।

চুয়াডাঙ্গায় বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

চুয়াডাঙ্গায় দিনে দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মৃত্যুর হারও বেড়ে গেছে। জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত বেশিরভাগই পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। বরং তারা বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকার পাশাপাশি প্রকাশ্যে বাইরে ঘুরছেন। এ কারণেই আরো বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পরার ভয় রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শুধু আগস্ট মাসেই করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন ২২ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৭ জন।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা আক্রান্তর সংখ্যা এক হাজার ২৭৮ জন। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩২ জন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুরু থেকেই পরীক্ষা করা হয় ঢাকা, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে। বর্তমানে বেশিরভাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে। জেলায় পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কখনো কখনো অনেকের প্রতিবেদন এসেছে ৭-৮ দিন পর। কয়েকদিন আগে কৃষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চুয়াডাঙ্গার নমুনা পাঠাতে হয় ঢাকায়।

আলমডাঙ্গার প্রাগপুরের পূর্বশত্রুতার জের ধরের মারামারী ; থানায় মামলা

আলমডাঙ্গায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক জনকে রক্তাক্ত জখম করেছেন প্রতিবেশীরা। এ ব্যাপারের আহত জামাল বাদশা থানায় বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের নিয়াজ উদ্দিনের ছেলে জামাল বাদশার সাথে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলাহল চলছে। সেই সূত্র ধরে গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার সময় জামাল বাদশার সাথে হাসেম আলীর ছেলে সাদ্দাম হোসেনের রাস্তার উপর কথা কাটাকাটি হয়।

এক পর্যায় সাদ্দান হোসেন ও তার চাচাতো ভাই জুলহাস তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, এখান থেকে চলে যা তা না হয়ে মেরে তাড়ানো হবে। এর প্রতিবাদ করলে সাদ্দাম ও জুলহাস জামাল উ্◌িদ্দনকে মারধর করে। পরে জালাম উদ্দিন দৌড়ে বাড়ি পৌঁছালে সাদ্দামসহ তার পরিবারের সদস্যরা রড, দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জামাল উদ্দিনের বাড়িতে হামলা করে। বাড়ি ভাংচুর সহ জামাল ও তার মাকে মারধর করে।

এ ব্যাপারের জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাদ্দাম, হাসেম উদ্দিন, জুলহাস, আবেদ, রশিদুল, তুহিন, সাইদুলসহ সাত জনের নাম উল্লেখ্য করে অভিযোগ দায়ের করে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে একটি শত্রুতা চলে আসছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বাকবিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। সেই শত্রুতার জের ধরে দুই পরিবারের মধ্যে মারামারীর ঘটনা ঘটে।

গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার আগে জামাল সাদ্দামের সামনে নিজ মোটর সাইকেলে জোরে চালালে পাশের দোকানের মানুষ নিষেধ করলের জামাল বলেন যার বাপের আছে সেই তো চালাবে। এমন কথা বললে সাদ্দাম বলেল কথা ভালো ভাবে বল। এক কথা দুই কথা তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। আহত জামাল ও তার মাকে উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা

হয়।

অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী দিয়ে চলছে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ

মেহেরপুর সড়ক বিভাগে বছরের পর বছর স্থায়ী কোন নির্বাহী প্রকৌশলী নেই। অন্য জেলার প্রকৌশলী কে দেওয়া হয়েছে মেহেরপুরের অতিরিক্ত দায়িত্ব। বর্তমানে মাগুরা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম মেহেরপুর সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন। এ ছাড়াও নজরুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপদ বিভাগেও প্রকৌশলী হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১১ সালে মেহেরপুর সড়ক বিভাগ জেলা অফিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। গত ৯ বছরে মাত্র দুই জন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। তারা হলেন শেখ আব্দুল আলী ও আনিসুজ্জামান মাসুদ। এঁদের কর্ম পরিধি ছিল বছর খানেক মত। পরবর্তিতে বা এর আগে কোন স্থায়ী প্রকৌশলী হিসেবে মেহেরপুরে নিয়োগ পাননি।

যেসব কর্মকর্তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন, শাহ নেওয়াজ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আব্দুল ওয়াদু, শেখ মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান, আহসান উদ্দিন আহমেদ, তুষার ক্রান্তি সাহা, রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার, শওকত আহমেদ মজুমদার।

সড়ক বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। রাস্তা, ব্রিজ,কালভাট নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি কাজ করে। কাজের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে একজন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজন বলে মনে করছেন মেহেরপুর সড়ক বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা। কয়েকজন কর্মকর্তা আরও জানান, মেহেরপুর একটি ঐতিহাসিক জেলা। স্বাধীনতার সূতিকাগার বলা হয় মুজিবনগর তথা মেহেরপুরকে।

এছাড়াও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রির নির্বাচনী এলাকা হলো এই মেহেরপুর। সেক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী সাহেবের সুদৃষ্টি পড়লে আমরা একজন স্থায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী পাবো। তাহলে মেহেরপুর জেলায় সড়ক বিভাগের কর্মকাণ্ডে গতি বৃদ্ধি পাবে।

গাংনীতে অনশনকারিদের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানি মামলা

গাংনীতে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন পলি তার মা হুসনিয়ারা বেগম ও তার স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে অবশেষে ৫ কোটি টাকার মানহানী মামলা করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়ার আমলী ২য় আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে ছয় জনকে।

জানাগেছে,পৌর সভায় চাকরির জন্য মৌমিতা খাতুন তার স্বামীর সহায়তায় কয়েকদফায় ১৫ লাখ টাকা মেয়র ও তার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে জমা করেন। ২০১৮ সালে মৌমিতা খাতুনকে চাকরি না দিয়ে অন্য একজনকে নিয়োগড় প্রদান করেন । দীর্ঘদিন ওই ১৫ লাখ টাকা ফেরত চেয়ে না পাওয়ায় মৌমিতা ও তার মা গত ২০ আগস্ট গাংনী উপজেলা শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন।

এসময় গাংনী থানার ওসি মীমাংসার আশ্বাস দিলে অনশন ভঙ্গ করা হয় এবং পরদিন থানা চত্বরে বৈঠক হয়। এসময় মেয়র তার স্বামীর কাছে টাকা দিয়েছেন বলে জানান এবং স্বামী মোমিনকে পরবর্তী দিন ধার্য্য করা হয়। সেদিন মৌমিতার স্বামী উপস্থিত হলেও মেয়র আশরাফুল ইসলাম ব্যক্তিগত কাজের অজুহাতে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে অমীমাংসিত ভাবেই বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন। কোনো উপায়ন্ত না দেখে মৌমিতা ও তার মা আবারো অনশনে বসেন।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে মৌমিতার অনশনের খবর প্রকাশিত হলে মানহানী হয়েছে মর্মে মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতা খাতুন ও তার মা এবং স্বামী মোমিনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর চীফজুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মানহানী মামলা দায়ের করেন। এ মামলায়

সংশ্লিষ্ট প্রত্রিকার সাংবাদিকসহ ছয় জনকে স্বাক্ষী রাখেন।

ইউএনওকে দেখতে হাসপাতালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

দুর্বৃত্তদের হামলায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানম দুর্বৃত্তদের হামলায় অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি বর্তমানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতে হাসপাতালে গেছেন জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর নিউরো সাইন্স হাসপাতালে তারা ওয়াহিদাকে দেখতে যান।

এ সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য সচিব আবদুল মান্নান, বিসিএস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এলজিআরডি সচিব হেলাল উদ্দিন, অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও স্থানীয় সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি মেসবাহ উদ্দিন।

এদিকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের প্রধান অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ জানিয়েছেন, ইউএনও ওয়াহিদা খানমের মাথায় আঘাতের কারণে হাড় ভেঙে সেটা মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। তার এক সাইড অবশ হয়ে আছে। তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। আমরা একটি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাত ৯টার দিকে এটা করা হতে পারে।

বুধবার (০২ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে দুর্বৃত্তরা তার বাসায় ঢুকে ধারালো অস্ত্র ও হাতুড়ি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ইউএনও এবং তার বাবার ওপর হামলা চালায়। ইউএনওর মাথায় গুরুতর আঘাত এবং

তার বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে আজ বৃহস্পতিবার তাকে ঢাকায় আনা হয়।

দিনাজপুরে বাসায় ঢুকে ইউএনওকে কুপিয়ে জখম, মাথার হাড় ভেঙে মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানম (৩৫) ও তার বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত ইউএনও বর্তমানে রংপুর ডক্টরস ক্লিনিকে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তার বাবাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুই জনকেই ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে সরকারি বাসভবনের ভেন্টিলেটর ভেঙে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। জানা গেছে, উভয়ে শরীর ও মাথায় আঘাত পেয়েছেন।

ইউএনওর বাবা ওমর আলী প্রতিদিন সকালে হাঁটাহাঁটি করেন। কিন্তু আজ সকালে তিনি বাড়ি থেকে হাঁটার জন্য বের না হওয়ায় তার সঙ্গীরা খোঁজ নিতে বাড়িতে যান। পরে বাড়িতে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দেন তারা। পরে পুলিশ এসে ইউএনও ও তার বাবাকে আহতাবস্থায় দেখে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় প্রহরীকে একটি ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

এখন পর্যন্ত বাড়ির কোনও কিছু খোয়া গেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনা জানার পরপরই দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম, পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন।

ঘোড়াঘাট থানার ওসি আমিরুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।

স্বামী মেজবাহুল হোসেন রংপুরের পীরগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তাদের তিন বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন একজন করোনায় আক্রান্ত, মোট ৫৪৯ জন

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ◌্নএক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী থানার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪৯ জন। আজ সন্ধায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৩ টি রিপোটের মধ্যে ১ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৫৮৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৯২ জন। (সদর ৩৯, গাংনী ৩০, মুজিবনগরে ২৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১২ জন। (সদর-৬, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ৪০২ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৮ জনকে।

খালেদার মুক্তির মেয়াদ ৬ মাস বাড়ছে

বিরোধীদল বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর অভিমত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার পুরোন শর্তে তার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করার পক্ষে এই মত তারা দিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদনে স্থায়ীভাবে তার মুক্তি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় স্থায়ী মুক্তির আবেদন বিবেচনা করেনি। এছাড়া বিএনপি নেত্রীকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর বিষয়ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল।

তবে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে তারা এই আবেদনে চান নাই। এছাড়া তারা স্থায়ী মুক্তির আবেদন করেছিলেন। সেখানে আমরা আইনগত দিক থেকে সাজা ছয় মাস স্থগিত করে এই সময় পর্যন্ত তার মুক্ত থাকার মেয়াদ বাড়ানোর মতামত দিয়েছি।’

তিনি বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের এই মতামত তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি পাঠানো হবে। খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ শে মার্চ শর্ত সাপেক্ষে সরকারের নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ছয় মাসের জন্য সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল।

খালেদা জিয়া দুর্নীতির মামলায় দুই বছরের বেশি সময় জেল খাটার পর সেই দিনই মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি এখন যে মুক্ত আছেন সেই মুক্তির মেয়াদ আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে গত ২৫ শে অগাস্ট শামীম ইস্কান্দার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থায়ী মুক্তি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল।

এখন সেই আবেদনের ওপর আইন মন্ত্রণালয় তাদের মতামত পাঠালো। আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এটি প্যারোল বা জামিন মুক্তি নয়। ফৌজদারি কার্যবিধিতে সরকারের যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতাবলে সাজা স্থগিত করে এই মুক্তির বিষয় এসেছে।

২০০৮ সালে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। দশ বছর পর ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মামলার রায়ে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়। তবে পরে হাইকোর্ট সেই সাজা বাড়িয়ে দশ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন